188
Mr. Ahmed Toufiq choudhury
Po. Shelbarash
Via Dharampasha Sylhet

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহ্‌মদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৯ পয়সা
অন্যের জন্য " " " ২৲ " " " ১০ পয়সা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী
১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর যে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।
ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬।১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৫শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, 15th October, 1961 ২৮শে আশ্বিন, ১৩৬৮ বাং, ৪ঠা জমাদিয়ল-আউয়ল, ১৩৮১ হিঃ, ১০ম সংখ্যা

কোরআন করীমের একটি ভবিষ্যদ্বানী

"মারাজাল বাহরাইনে ইয়ালতাকিয়ানে
বাইনাহুমা বারযাখুল লা' ইয়াবগিয়ান।"
"সুর আর-রহমান ২০-২১ আয়েত।"

"তিনি দুইটি সমুদ্রকে এইরূপে চালাইয়াছেন যে, এক সময়ে একত্র মিলিত হইয়া যাইবে (আপাততঃ) ইহাদের মধ্যে একটি পর্দ্দা রহিয়াছে যে জন্য একটি অপরটির মধ্যে দাখেল হইতে পারে না।"

এখানে আল্লাহতালা নহর সুয়েজ ও পানামা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন। আল্লাহতালা বলেন, দুইটি সমুদ্র পাশাপাশি প্রবাহমান কিন্তু ইহাদের মধ্যস্থলে পর্দ্দা বা শুষ্ক ভূমি। একদিন এই সমুদ্র দুইটী মিলিত হইবে। ইহার লক্ষণ এই যে, এইগুলি হইতে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়। এই উভয়বিদ মূল্যবান বস্তু সুয়েজ ও পানামায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কোরআন করীম নাজেল হইবার সময় দুনিয়ার একটি মানব ও কল্পনা করিতে পারে নাই যে এমন একদিন আসিবে, যখন কোরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইবে। অর্থাৎ আমেরিকাতে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের এবং আফ্রিকাতে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের সংযোগ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান জগৎ সাক্ষী যে, কোরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) একটি ভবিষ্যদ্বানী

আমেরিকার জনৈক খ্রীষ্টান মিঃ আলেকজাণ্ডার ডুই নবুয়তের দাবী করিয়াছিত, ইসলাম এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করিত। সে তার নিজস্ব পত্রিকায় লিখিয়াছিল : আমি খোদার নিকট দোয়া করিতেছি, ঐদিন শীঘ্র আসুক যে ইসলাম দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন হয়। হে খোদা! তুমি এমনই কর। হে খোদা! ইসলামকে ধ্বংস কর। ডুই এই কথাও বলিত যে একশত বৎসর পর দুনিয়াতে একজন মুসলমানও থাকিবে না। ডুই যখন এই ভাবে ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্ত্তকের বিরুদ্ধে হুকার ছাড়িতেছিল এবং নিজকে তিছমার খান বলিয়া প্রকাশ করিতেছিল, তখন সারা মুসলিম জাহান ছিল চুপ-চাপ। নিজেদের মধ্যে কুফরী ফতোয়াবাজী ও কোরতার আস্তিত গুটানিতে মত্ত আলেমদের মধ্যে কেহই খৃষ্টান ডুইর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই বিশ্ববিশ্রুত জামে আজহারের আল্লামাবৃন্দ, দিল্লী, দেওবন্দ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির নাম করা ফাজেলবৃন্দ তখন ছিলেন নিরব নিস্তব্ধ। তখন একমাত্র হজরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) হাঁ, ঐ হজরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যাঁহার বিরুদ্ধে উপরোক্ত ওলামাবৃন্দ কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন, আলেকজাণ্ডার ডুইর মোকাবেলা করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডুইকে সম্বোধন করিয়া তিনি ইশতেহার প্রকাশ করিলেন যে 'হে নবুয়তের দাবীদার আয়। আমার সঙ্গে মোকাবেলা কর। আমাদের মোকাবেলা দোয়া দ্বারা হইবে। আমরা উভয়ে খোদা তালার নিকট দোয়া করিব যে উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবিতাবস্থায় ধ্বংস হউক। ডেলী টেলিগ্রাফ ৫ই জুলাই ১৯০৩ ইং। আলেকজাণ্ডার ডুই হজরত আহমদ (আঃ) এর এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেয় নাই। সে বলিয়াছিল, তোমরা কি মনে কর যে, আমি এই সব মশা-মাছির কথার উত্তর দিব? আমি যদি ইহাদের উপর আমার পা রাখি, তবেই তো এগুলি মরিয়া যাইবে। ডুইর নিজস্ব পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯০৩ ইং। হজরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তদীয় ৩রা আগষ্ট ১৯০৩ ইং তারিখে প্রকাশিত ইশতেহারে লিখিয়াছিলেন, "ডুই যদি মোকাবেলা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করে, তবুও স্মরণ রাখিবে যে, জিহনে খুবই শীঘ্র আফৎ আসিবে। হে কামেল খোদা! শীঘ্র এই ফয়সালা কর এবং ডুইর মিথ্যাবাদীতা জগতে প্রকাশ কর।"

তারপর কি হইল? শুনুন কি হইল। ঐ আলেকজাণ্ডার ডুই যে শাহজাদাদের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিল। যে ডুই

সাত কোটি টাকার মালিক ছিল। তাহার স্ত্রী ও পুত্র পৃথক হইয়া গেল। তাহার পিতা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিল যে, 'ডুই' জারজ সন্তান। তারপর সে অর্দ্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইল। অবশেষে পাগল হইয়া কর্পর্দ্দকহীন অবস্থায় ১৯০৭ ইং সনের মার্চ্চ মাসে মারা গেল তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে হজরত আহমদ (আঃ) লিখিয়াছেন ঃ— "খোদাতালা বলিয়াছেন, আমি একটি তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করিব যাহাতে মহা বিজয় হইবে। ঐ বিজয় সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি নিদর্শন হইবে।" ইশতেহার ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ ইং। খ্রীষ্টান নবী ডুইর এই মৃত্যু খোদাতালার অস্তিত্ব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সত্যতা ও তদীয় খাদেম হজরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর সত্যতার উপর মোহর অঙ্কিত করিয়াছে।

আগামী সংখ্যা "আহমদী"তে দেখুন এই সম্পর্কে হজরত আহমদ (আঃ) এর স্বহস্তলিখিত বর্ণনা এবং ইউরোপ আমেরিকার ঐ সমস্ত সুবিখ্যাত পত্রিকার নাম ও তারিখ, যেগুলিতে ঈসায়ী নবীর মোকাবেলায় মোহাম্মদী মসিহর বিজয় স্বীকৃত হইয়াছে।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) কর্ত্তৃক

জনৈক প্রফেসারের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর

১৯৪৭ ইং সালের ২রা জুন বাদ মাগরেব লাহোর ইসামিয়া কলেজের জনৈক প্রফেসার সাহেব হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)কে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং হুজুর (আইঃ) ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করেন। নিম্নে প্রশ্ন সমূহ ও উত্তর উদ্ধৃত করা গেল।

প্রশ্ন— এখন যে আমি এইখানে মাগরেবের নামাজ পড়িলাম আমার মতে এই নামাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পড়া হইয়াছে।

উত্তর উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন ফজর এবং মাগরেবের নামাজের সময় একই নীতির উপর নির্দ্ধারিত। মাগরেবের নামাজের সময় সূর্য্যাস্তের পর হইতে "শফক" (ঐ লালিমা যাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে আকাশ প্রান্তে উদ্ভাসিত হয়) নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্য্যন্ত এবং ফজরের নামাজের সময় সোবেহ সাদেক অর্থাৎ 'শফক' প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। 'শফক এর সময় সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা পনর মিনিট পর পর্য্যন্ত থাকে। আমরা এই সময়ের মধ্যেই নামাজ পড়িয়াছি।

প্রশ্ন—আমি নামাজ পড়িবার কালে দেখিলাম যে দুইজন লোক পাহারা দিতেছেন। এই পাহারার প্রয়োজন কি?

উত্তর—প্রফেসার সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন ঃ—কোরআন করীমে তো আসিয়াছে যে. বিপদের সময় অর্দ্ধেক মোমেন নামাজ পড়িবেও বাকী অর্দ্ধেক পাহারা দিবে। আপনি তো মাত্র দুইজনকে এই কাজে দেখিয়াছেন।

এই উত্তর শ্রবণে প্রফেসার সাহেব বলিলেন ঃ—ইহাতো বিপদকালের কথা। এখন এইখানে বিপদের কি আছে?

অতঃপর হুজুর বলেন ঃ—বিপদের আন্দাজ লাগানো জামাতের কাজ, অন্যের নহে। যখন কোন জামাত মনে করে যে, আক্রমণের আশঙ্কা আছে। তখন পাহারার বন্দোবস্ত করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাদের অনুমান ঠিক হইলে খোদা তালার নিকট দায়ী হইবে। ধরুন, যদি কোন বিরুদ্ধবাদী আক্রমণের উদ্দেশ্যে নামাজে সামেল হয় তবে তাহাকে চিনিবার উপায় কি? আহমদী ও গয়ের আহমদীদের চেহারায় তো কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন নাই এই সবে মাত্র আপনার সামনে যে সমস্ত লোক আমার সহিত মোসাফা করিয়াছেন ইহাদের মধ্যে ও তিন চারিজন গয়ের আহমদী ছিলেন।

প্রশ্ন—প্রফেসার সাহেব প্রশ্ন করিলেন, হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জমানায় ও কি পাহারার বন্দোবস্ত ছিল?

উত্তর—উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন যেহেতু হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জমানায় মুসলমানদের জামাত সীমাবদ্ধ ছিল, এই জন্য কে মোখলেছ ও কে মোনাফেক ইহা সহজেই জানা যাইত। কিন্তু খেলাফতের জমানায় যখন মানুষ দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল, তখন মোখলেছ ও মোনাফেকের মধ্যে পার্থক্য করা দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল এবং পাহারার ও প্রয়োজন ছিল। যেহেতু তখন প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পাহারার বন্দোবস্ত করা হয় নাই এই জন্যই একাধিক্রমে হজরত ওমর (রাঃ) হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছিল তদ্রূপ, মুসলমানগণকর্ত্তৃক মিশর বিজয়ের পর তাঁহারা মনে করিলেন যে, শত্রুগণের পক্ষ হইতে আর কোন আক্রমণের আশঙ্কা নাই এবং পাহারার ও প্রয়োজন নাই। হঠাৎ একদিন মুসলমানগণের নামাজে মশগুল থাকাবস্থায় শত্রুগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণের ফলে প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমানকে সেজদাবস্থায়ই শত্রুগণ হত্যা করিয়া ফেলে। এই সংবাদ প্রাপ্তে হজরত ওমর (রাঃ) খুবই নারাজ হইলেন তিনি প্রধান সেনাপতিকে লিখিলেন যে, তুমি ইহা কি করিয়াছ যে, শত্রুদের সম্বন্ধে গাফেল হইয়া এতগুলি লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছ? উত্তরে প্রধান সেনাপতি জানাইলেন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে এইজন্য পাহারার প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন—প্রফেসার সাহেব প্রশ্ন করিলেন, হজরত ওসমান (রাঃ)র সময় তো পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

উত্তর উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন, হজরত ওসমান (রাঃ)র সময় পাহারার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ঐ সময় যখন সমস্ত রাস্তা ও মোড়গুলি শত্রুগণ দখল করিয়া ফেলিয়াছিল সেখানেও মানুষ হজের নাম করিয়াই আসিয়াছিল। তাহারা যে দুষ্টামী করিবে ঐ বিষয় মদীনাবাসী কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কারণ মদীনাবাসীর ধারণা ছিল যে, ইহারা আসিয়াছে হজ করিতে। ইহাদের দ্বারা বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। শত্রুগণ কিন্তু হঠাৎ সমস্ত শহরের পথ আটকাইয়া ফেলিয়াছিল সাহাবাগণের নিকট যখন এই সংবাদ ,পৌঁছিয়াছিল, তখন মদীনা শত্রু কবলে ছিল। সাহাবা (রাঃ) গণ আশ্চর্য্য ও হতাশ হইলেন। হজরত আলী (রাঃ), হজরত জোবের (রাঃ) হজরত তালহা (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাগণ স্ব স্ব পুত্র ও অন্যান্য যুবকগণকে শত্রুগণের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর কি হইতে পারিত। শত্রু সৈন্যগণ সমস্ত শহর দখল করিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এইজন্যই শত্রুদের সাথে মোকাবেলায় উদ্যত যুবকগণকে হজরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন :—যেহেতু তোমরা এখন আর শত্রুর মোকাবেলা করিতে পারিবেনা, এইজন্য আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি যে, তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর কেন না, এখন তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় বাহির হওয়া অনর্থক নিজদিগকে মৃত্যুর মুখে সপিয়া দেওয়ার নামান্তর মাত্র।

নোট :—"আহমদী"র অনেক পাঠক এমন আছেন, যাঁহাদের মনে উৎসুকের উদয় হইতে পারে যে, একজন খলীফার নামাজের সময় পাহারার প্রয়োজন কিসের? তাঁহাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, পাহারার সুবন্দোবস্ত থাকা সত্বে ও গত ১৯৫৪ ইং তে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) (আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান ইমাম) এর উপর আক্রমণ হইয়াছিল। আছরের নামাজের পর পাহারা থাকা সত্বে ও আবদুদ হামিদ নামক জনৈক যুবক একটী ধারালো ছুরিকা হুজুর (আইঃ) এর কাঁধে বিদ্ধ করিয়া দেয়। লাহোর ও করাচীর প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের চিকিৎসায় জখমের আরোগ্য হইয়াছিল সত্য কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর বৎসর (১৯৫৫ ইং) চিকিৎসার্থে হুজুর (আইঃ)কে ইউরোপ যাইতে হইয়াছিল। ইউরোপের ডাক্তারী পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছে যে, যে অস্ত্র দ্বারা হুজুর (আইঃ)কে আক্রমণ করা হইয়াছিল ঐ অস্ত্রের অগ্রভাগ এখনও শরীরের মধ্যে রহিয়াছে। তথাকার ডাক্তারগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা একটি বিশেষ মোজেজা। নতুবা মানুষ এমতাবস্থায় জীবিত থাকিতে পারে না।

আল্লাহতালা আমাদের প্রিয় ইমামকে রোগমুক্ত করুন। দীর্ঘায়ু করুন। এই খোদাই সিপাহসালার দ্বারা ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করুন। আমীন। সাঃ, আঃ।

—.

হোক্কা-বিড়ি সিগারেট পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর ইরশাদ

তফসির কবীর জিঃ ৫, হিস্যায়ে ২ পৃঃ ১৭৬—৭৭ এ হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) লিখিয়াছেন :—অনর্থক বস্তুর মধ্যে একটী হইল হোক্কা (তামাক পান করা) যাহা পরিত্যাগ করা দরকার প্রথমতঃ মানুষ কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করিবার জন্য ইহার অভ্যাস করে। কিন্তু পরে অবস্থা এমন হয় যে, পাখানায় বসিয়া তিন চিলিম শেষ করিলে পাখানা পরিষ্কার হয়। তারপর ধূমপায়ীদের গলা এবং বুকের অবস্থা সর্ব্বদা খারাপ থাকে। কারণ, শরীরের অনুভব শক্তি লাঘবকারী বস্তু স্নায়ুকে ঢিলা ও দুর্ব্বল করিয়া থাকে এবং অন্যান্য রোগের ও কারণ হয়। বর্ত্তমান জমানায় হোক্কা ও সিগারেটের এত অধিক প্রচলন দেখা যায় যে, অধিকাংশ যুবক এমন কি বাচ্চাগণ ও ইহাতে মগ্ন হইয়াছে। যেহেতু ইহার নিশার জিনিষ এই জন্য ক্রমশঃ মানুষ ইহার প্রতি এমন মত্ত হয় যে হোক্কা সিগারেট বা নস্য ইত্যাদি কোন সময় পাওয়া না গেলে পাগলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করে।

আমরা একবার পাহাড়ে যাইতেছিলাম, আমাদের সঙ্গে জনৈক নস্য ব্যবহারে অভ্যস্ত পাঠান ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ বেচারা নস্যের কৌটা ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। রাস্তায় জনৈক কাশ্মীরী মজুরকে কাঁধে পাকড়ীর বোঝা বহন করিয়া আসিতে দেখা গেল। ঐ কাশ্মীরীকে দেখা মাত্র খুবই মধুর স্বরে পাঠান তাহাকে ডাকিতে লাগিল আয় ভাই কাশ্মীরী? আয় ভাই কাশ্মীরীজী আপনার নিকট নস্য আছে কি? পাঠানের এই মধুমাখা ডাক শুনিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না যে, যে পাঠান অহঙ্কারে নিজ গর্দ্দান কোন সময় অবনত করে নাই নিশা না পাওয়াতে আর তার মুখে কি মিষ্টি সুর নামিয়াছে।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জমানায় বাহির হইতে যে সমস্ত বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের কারো কারো হোক্কার অভ্যাস ছিল। ঐ জমানায় কাদিয়ানে একমাত্র আমার এক নাস্তিক ও ধর্ম্ম বিরোধী চাচার নিকটই হোক্কা থাকিত। তিনি যে একজন কাট্টর নাস্তিক এই বিষয়ে জানা সত্ত্বেও ধূম পানে অভ্যস্তগণ তাহার নিকট যাইতেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার কথা শুনিতে হইত। আমার ঐ চাচা ধর্ম্ম হইতে এত অধিক সম্পর্ক শুন্য ছিলেন যে, একবার হজরত খলীফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনী কখনও নামাজ পড়িয়াছেন কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বাল্যকাল হইতেই সুষ্ঠু প্রকৃতি সম্পন্ন।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হজরত মোহাম্মদ ও স্বর্গ-বিজয়

১৯৪০ সনের নবী-দিবস উপলক্ষে—

আল্লামা জিল্লূর রহমান সাহেবের বক্তৃতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই মহান উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা দিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান মটো—"লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর-রসুলুল্লাহ"— অর্থাৎ "এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপসনার বস্তু নাই মোহাম্মদ আল্লাহরই প্রেরিত।"

এই মহা বাক্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে সেই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর সত্তাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে তিনিই যে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই যে আমাদের—আমরা সকল মানুষের পরম পিতা, আমরা পরস্পর ভাই ভাই এই কথায় আর তাঁকে লাভ করাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ এই আদর্শে। এই উপলব্ধি ও বিশ্বাস যদি আমাদের লাভ হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত কারণে তথা কথিত মানুষে মানুষে বারবার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা দূর হইয়া যায়।

মানুষকে মানুষের স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সমান সমান করিয়া—পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার দিয়া, কিন্তু মানুষ শয়তানের কবলে পড়িয়া একে অন্যের অধিকার নিয়া, টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; তাই যুদ্ধ বাধিয়াছে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইয়াছে। ফলে একদল আর এক দলকে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে, আবার সুযোগ বুঝিয়া নীচের দল উপরে উঠিতেছে, উপরের দল নীচে পড়িতেছে, এই ভাবে বহুদিন ধরিয়া মানব জগতে উল্টাউল্টি চলিতেছে।—যুদ্ধ আর থামিতেছে না। হজরত মোহাম্মদ ছাঃ এর এই উপরোক্ত কলেমার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষ বুঝিবে, মানুষ সকলই একই পরম পিতার সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই, কেও কারও উপরে এবং নীচে থাকিতে পারে না।

তথা কথিত মানুষে মানুষে লড়াই করিবার আর একটা কারণ মানুষ শয়তানের মোহে পড়িয়া বিভিন্ন জিনিষের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিভিন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ ছুটিয়াছে বিভিন্ন দিকে, তাই এই মানুষে মানুষে ধাক্কাধাক্কি লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যদি সকলই একই দিকে ছুটিত একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া চলিত তাহা হইলে এই ধাক্কাধাক্কি হইত না ফলে যুদ্ধও বাধিত না। এই কথা টা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

মানুষের স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন একই মানবতা দিয়া বিশ্বের সকল মানুষকে পরস্পরের প্রতি মিলন প্রয়াসী করিয়া, পরস্পরের মুখাপেক্ষী করিয়া। কিন্তু শয়তান বিভিন্ন দিক দিয়া মানুষের মনো-বৈজ্ঞানিক একত্ব ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের মাঝখানে বিভিন্নপ্রকারের সীমারেখা টানিয়া বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্ব-মানবতাকে বিভিন্ন খণ্ডে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আজ শতধা বিচ্ছিন্ন মানব সমাজ একে অন্যকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। ফলে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হইয়াছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই যার যার স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্যকে উচিয়ে রাখতে চায় অপরকে দলিয়ে। কেও পরম পিতার দেওয়া বাস ভূমির অংশ বিশেষকে নিজেদের কল্পিত সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া নিয়া পৃথক এক একটি গণ্ডির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং এই গণ্ডিস্থিত লোকদের ছাড়া অন্যান্য ভাইদিগকে পর করিয়া দিয়াছে এবং এই ভূখণ্ডের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেও বিশেষ প্রকারের কৃষ্টির ভিতর দিয়া একটা পৃথক গণ্ডির সৃষ্টী করিয়া ভাবিতেছে, এইটাকেই কেবল বাচিয়া রাখিবে এবং এই বিশেষ কৃষ্টীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে অন্যটাকে ধ্বংস করিয়া। তাহারা ভাবে না যে, বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্টীর ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠার মধ্যেই বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ অন্যায় কোন কৃষ্টী এবং কোন সাধনাই দুনিয়াতে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না ও মানুষের কাজে লাগিতে পারে না। কেও আব-হাওয়া শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রসূত বর্ণের বৈষম্য নিয়া পৃথক গণ্ডি সৃষ্টী করিয়াছে এবং অন্য বর্ণের লোকদিগকে দলিয়ে নিজের চামড়ার বর্ণের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই চামড়ার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা।

কেও বিশ্ব-মানবতাকে ভাগাভাগি করিয়া রাখিয়াছে, বিভিন্ন ব্যবসা ও কাজের মধ্যে সম্মানের তারতম্য সৃষ্টি করিয়া অথচ একমাত্র কাজও ব্যবসার বিভাগই মানুষের জীবন ধারণের অপরিহার্য্য সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করিতে সক্ষম। যে-বিভাগ মানুষকে বাচিয়া থাকিবার জন্য মিলিয়া থাকিতে বাধ্য করে শয়তানের মোহে পড়িয়া মানুষ সেই মিলনের সেতুকেই বিশ্ব মানবতাকে খণ্ড খণ্ড করিবার হেতু করিয়া তুলিয়াছে, এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যবসা ও কাজের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আর এক দল মানুষ অর্থের পূজা করিয়া জগতের যাবতীয় অর্থ নিজেদের করায়ত্ত করিবার চেষ্টায় অপরকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। ইহাই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিষ্পেষিত জনসাধারণের মনের আগুন বিশ্ব-

হোক্কা বিড়ি সিগারেট পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাল্যকালেই যখন আমি মানুষকে মাথা নীচু ও পাছা উপর অবস্থায় (নামাজের সেজদাবস্থা) দেখিতাম, তখন এই বলিয়া হাসিতাম যে এই লোকগুলি কত বোকা। আর এখনত আমি সমঝদার। নামাজ পড়িব কি জনৈক বন্ধু শুনাইয়াছেন, একজন আহমদী ধুমপান করিতে সেখানে গিয়া পরে নিজকে নিজে গালী দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলেন। অন্য বন্ধু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনী আপনাকে গালী দিতেছেন কেন? উত্তরে ঐ আহমদী বলিলেন একমাত্র ধুম পানের অভ্যাস বশতঃ আমাকে ঐখানে গিয়া হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে কথা শুনিতে হইয়াছে এই জন্যই আমি আমাকে গালী দিতেছি। যদি আমার মধ্যে এই কুঅভ্যাস না থাকিত তবে সেখানে গিয়া নিজ প্রভুর বিরুদ্ধে কথা শুনিতে হইত না। মোট কথা ধুম পানও একটি অনর্থক অভ্যাসের মধ্যে শামেল। প্রত্যেক আহমদীর ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। আর যদি কেহ চেষ্টা করিয়াও এই বদ অভ্যাস ছাড়িতে না পারে তবে অন্ততঃ পক্ষে তাহার পরবর্ত্তীগণের মধ্যে যে এই অভ্যাস সংক্রামিত না হয় সে জন্য চেষ্টা করিবে যেন তাহার মৃত্যুর সাথে তাহার পরিবার হইতে এই বেহুদা কাজের ও শেষ হইয়া যায়।

মানবতার শুষ্ক খরের মধ্যে জলিয়া উঠিয়াছে, আর মানবতার সৌম্য কান্তি এই আগুণে জলিয়া ছাই-ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ এর দেওয়া কলেমা মানুষকে এই বিভিন্ন বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া এক আল্লাহর পূজার দিকে আহ্বান করিয়াছে। বস্তুতঃ যদি দুনিয়ার যাবতীয় মানব বিভিন্ন লক্ষ্যও বিভিন্ন বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া একই পরম পিতার পূজার দিকে ধাবিত হইত, তাহা হইলে মানুষে মানুষে এই যুদ্ধ বাধিত না। আজ যদি মানুষ বুঝিতে পারে যে, এক আল্লার পূজা করার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত আছে আর কিছুই মানুষের পূজার উপযোগী নয়, সেগুলি ভৌতিক জীবনের সামান্য উপলক্ষ মাত্র তাহা হইলে আর মানুষ মানুষের রক্তে হাত রাঙাইয়া আনন্দ অনুভব করিবে না। তাই হজরত মোহাম্মদ ছাঃ বিশ্ব মানবতার মটো দিয়াছেন লা ইলাহা ইল্লাহ— একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও আর কিছুরই পূজা করিতে পারি না।

আল্লাহর প্রেরিত হইয়া বিশ্ব মানবতার সেবা করিয়াছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ। তাই এই কলেমার মধ্যে হজরত মোহাম্মদ ছাঃ কে পেশ করা হইয়াছে আল্লাহর প্রেরিত হইয়া আল্লার ইচ্ছা প্রকাশে বিশ্ব মানবতার সেবায়ীত হিসাবে দুনিয়ার সকল মানুষের আদর্শ রূপে।

অতএব মানুষের জগৎ হইতে যুদ্ধ চিরতরে দূর করিয়া দিবার জন্য মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার জন্য এবং মানুষের জগৎ হইতে শয়তানকে তাড়াইয়া দিবার জন্য মানুষকে হজরত মোহাম্মদ ছাঃ এর আদর্শে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া এক পরম পিতা আল্লাহ তালার পূজায় ব্রতী হইতে হইবে, আর নিয়োজিত হইতে হইবে বিশ্ব মানবতার সেবায় যুদ্ধ করিতে হইবে শয়তানের সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার অধিনায়কতায়।

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন একদিন আসিবে যে দিন শয়তান চিরতরে নিহত হইবে। সেই প্রতিশ্রুত দিন মানুষে মানুষে মহা মিলনের দিন, শয়তানি শক্তি প্রবল হইয়া উঠিবে নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের শেষ বারের জলিয়া উঠার মত ও মরণোন্মুখ ব্যক্তির নাড়ীর সবল স্পন্দনের মত।

আমার বিশ্বাস, সেই দিন বোধ হয় আর বেশী দূরে নয়, যে-দিন শয়তান চিরতরে নিহত হইবে; মানুষের জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে, কলির অবসান ও সতোর প্রতিষ্ঠা হইবে। মিলিত কণ্ঠে জগত বাসী গাহিবে—

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলল্লাহ।"

দোয়ার আবেদন

এতদ্বারা আহমদী ভাই বোনদেরকে জানানো যাইতেছে যে, আমি জুলাই মাসের শেষের দিক হইতে আমাশা ও বাতরোগে কষ্ট পাইতেছি। আগষ্টের শেষাংশে অবস্থা এত ভয়ানক অবস্থায় দাঁড়ায় যে আমি জীবনের আশা ছাড়িয়া দেই। বর্ত্তমান অবস্থা ও এত শোচনীয় যে চলাফেরা করিতে পারিনা। আমি আপনাদের পুরাণো খাদেম হিসাবে আপনাদের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাইতেছি। বিশেষ আর কি লিখিব দীর্ঘস্থায়ী রোগের দরুণ প্রাদেশিক আঞ্জুমানে জেনারেল সেক্রেটারীর পদে আমাকে এস্তেফা দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমি একেবারেই কাজের অযোগ্য।

আরজ গুজার—

কে, আর, খাদেম।

সেলবেরাশ (শ্রীহট্ট) জামাতের প্রেসিডেন্ট ও "আহমদী"র সুলেখক জনাব আহমদ তৌফীক সাহেবের জন্য প্রত্যেক ভাই বোনের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। বর্ত্তমানে তিনি খুবই অসুবিধার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতেছেন। সঃ. আঃ।

জামাতের নামে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর পয়গাম

হজরত খলীফাতু মসিহ সানি (আইঃ) এক তাজা পয়গামে বলেন ঃ—

আহমদীয়া জামাতের সমস্ত মেম্বরের মনোযোগ তবলীগের প্রতি বারংবার আকর্ষণ করা প্রয়োজন। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সময় জামাতের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে লোক সংখ্যার এক শত ভাগের এক ভাগ ও ছিল না কিন্তু বয়েতের সংখ্যা বর্ত্তমান বয়েতের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক ছিল। জামাতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান গতিতে কাজ চলিলে তিন শত বৎসরে ও দুনিয়াতে ইনকেলাব সৃষ্টি হইতে পারে না। এখন পর্য্যন্ত তো এত অধিক সংখ্যক নিদর্শন জামাতের সত্যতার স্বপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে যে সামান্য মনোযোগ আকর্ষণের ফলেই মানুষ সত্যতা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে।

যাহারা কার্য্য লইয়া থাকেন এবং যাহারা কার্য্য করাইয়া থাকেন তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায়ই শীঘ্র সুফল ফলিতে পারে। যাহারা কাজ করেন তাহারা তো সওয়াব পাইবেনই যে সমস্ত কর্ম্মকর্ত্তা ও দায়ীত্বশীল বন্ধু এই দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন তাঁহারা ও বিনা পরিশ্রমে সওয়াব পাইবেন। এইজন্য জামাতের চেষ্টা প্রচেষ্টার কার্য্য বিবরণীর রিপোর্ট সংগ্রহ করিবার জন্য আফছরগণকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কারণ ইহা দ্বারাও কাজের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিহিত থাকে। সমস্ত দুনিয়ার অন্তঃকরণ বিজয় করা কোন এক ব্যক্তির কাজ নয় সম্মিলিত কাজের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিতে পারে।

যে জাতির প্রতি খোদাতালার নূর প্রকাশিত হয় ঐ জাতির দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় ঐ নূর দ্বারা অন্য জাতিগুলিকে জ্যোতির্ময় করা তাহাদের পক্ষে ফরজে পরিণত হয় এবং ইসলাম দুনিয়াময় বিজয়ী না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জাতি নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

বর্ত্তমান জমানায় তো আমাদের মত জন সংখ্যা বিশিষ্ট কোন কোন জাতি ও ইনকেলাব সৃষ্টি করিয়াছে। জামাতকে বার বার ইহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিতে থাকিলে আহমদী জামাত ও সর্ব্ব প্রকার কোরবানী করিতে আরম্ভ করিবে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তো হজরত ঈসা (আঃ) এর সর্দ্দার ছিলেন। হজরত ঈসা (আঃ) এর জাতি খৃষ্ট ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে আমাদের কর্ত্তব্য তার চেয়ে বহুগুণ অধিক চেষ্টা করা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মিশন বিস্তারের জন্য।

রোজা এবং দোয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধ কর।

আমেরিকা ও আফ্রিকার হাবসী জাতিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার জন্য আফ্রিকা ও আমেরিকার মিশনগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করা হোক। আখেরী জমানায় হাবসী জাতিগুলির ইসলামের প্রতি ঝুকিবার ভবিষ্যদ্বানী আছে। আমেরিকার হাবসীগণ ও ধর্ম্মের জন্য জানমালের কোরবাণী করিতে প্রস্তুত। এই জন্য মনে হয় যে বর্ত্তমান জামানায় আফ্রিকা ও আমেরিকার হাবসীগণের সহিত ইসলামের উন্নতি জড়িত।

জামাতের বন্ধুগণের ইহাও কর্ত্তব্য যে দুই দুই বা চারি চারি জন মিলিয়া আলফজলের গ্রাহকভুক্ত হন যেন আলফজলে প্রকাশিত মজমুন দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন যাহা ঈমান তাজা রাখিবার উপায় বিশেষ।

সম্পাদকীয়

২৮শে আশ্বিন, ১৩৬৮ বাং : ১৫ই অক্টোবর ১৯৬১ ইং।

মোজাদ্দেদ— যাচাই

জনাব মৌঃ আবদুছ ছাদাদ সাহেব। বারঘরিয়া,
পোঃ রামপুরহাট, ময়মনসিংহ।

আপনি আপনার ১২-৯-৬১ ইং তারিখের পত্রে লিখেছেন, বাক্য বিশ্বাস অনুষ্ঠান, মোজাদ্দেদ মিশন, আমি উপরি উক্ত পাঁচটি শব্দ ''এলহাম" যোগে প্রাপ্ত হই। আল্লাহতালার অসীম দয়া যে তিনি আমাকে মোজাদ্দেদরূপে পাঠাইয়াছেন .....।

জনাব মৌলবী সাহেব! আমরা গত সংখ্যা আহমদীতে উল্লেখ করেছি যে, এই পাঁচটি মাত্র এলহামী শব্দের বদৌলৎ আপনি মোজাদ্দেদের দাবী করতে পারেন না। দু'চারটি এলহামী শব্দ সাধারণ মোমেন এমন কি গয়ের মুসলিম দুষ্ট প্রকৃতির নর নারীর প্রতি ও অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে বহু বোজর্গান এমন ছিলেন, যাঁদের এলহাম প্রাপ্তির দলিল আমাদের হাতে রয়েছে অথচ তাঁরা মোজাদ্দেদের দাবী করেন নি। তারপর আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান ইমাম এবং জামাতের অনেক বোজর্গান এমন আছেন যাঁরা এলহাম প্রাপ্তির দাবী খুব জোরের সাথে করে থাকেন অথচ মোজাদ্দেদ বলে দাবী করেন না। মাত্র দু'চারটা শব্দ এলহাম যোগে পেলেই যে মোজাদ্দেদ বলে দাবী করতে হবে তার পেছনে কোন প্রমাণ থাকলে জানাবেন। দরকার হলে এলহামের দাবী করেও যাঁরা মোজাদ্দেদের দাবী করেন নি তাঁদের নাম ''আহমদীতে' প্রকাশ করবো।

এখানে কোরআন করীমের একটি আয়েতের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। তিনি উচ্চ (মর্য্যাদাশীল) আরশের মালিক নিজ আদেশে নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহার উপর ইচ্ছা স্বীয় কালাম (বাক্য) নাজেল করেন যেন সে (বান্দা) খোদাতালার মোলাকাতের দিন সম্বন্ধে মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে।" "সুরা মোমেন—১৬ আয়েত।"

এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য আপনাকে কি আল্লাহতালা মানব জাতির ভয় প্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন? যদি তা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার প্রতি নাজেল কৃত কোন এলহামে যদি আল্লাহতালা বলে থাকেন যে, ''হে আবদুছ ছামাদ আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠালাম তবে তা জানাবেন। এই আয়েতে যে এবাদিহি বা সে বান্দা এসেছে, তফসিরকারগণ ঐ বান্দার অর্থ 'মোজাদ্দেদ' করেছেন দেখুন ''তফসির রুহুল মা'আনী।"

আপনী যদি মোজাদ্দেদ হয়ে থাকেন তবে আপনার প্রতি এরূপ এলহাম হওয়া দরকার। কারণ মোজাদ্দেদ সংক্রান্ত হাদিসের আরম্ভই হলো "ইন্নালাহা ইয়াবআছু" বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহতালা আবির্ভূত করবেন।" বাহ্যিক জগতে যেরূপ কোন পদে কাকেও নিযুক্ত করা হয় তদ্রুপ আধ্যাত্মিক জগতে নবী ও মোজাদ্দেদগণকে স্বয়ং আল্লাহতালা নিযুক্ত করে থাকেন। আপনার মোজাদ্দেদ পদ প্রাপ্তি ইংরেজীতে যাকে বলে "Appointment' তা কি রূপে হলো আমরা জানতে চাই। (বারান্তরে আলোচনা করব)।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)এর স্বাস্থ্য

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখিবেন।

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব (হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) বহুদিন যাবৎ লাহোরে চিকিৎসাধিন আছেন। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্তির জন্য দোয়া করিবেন।

জনাব ফজলুর রহমান আজনবী সাহেব

মোজাদ্দেদ মিশন, জামালপুর, ময়মনসিংহ।

আপনি আপনার পুস্তিকা ''জামানার মোজাদ্দেদের আবির্ভাব এর ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

''আখেরী নবীর পর একমাত্র হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেবই নিজকে জামানার মোজাদ্দেদ বলে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছেন।"

জনাব আজনবী সাহেব! কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে আপনার জানা না থাকলে কি আপনি ঐ বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন? ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার মোজাদ্দেদগণের দাবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পরই আপনার একথা লিখা উচিৎ ছিল। আপনার অবগতির জন্যে মেহেরবানী করে পাঠ করবেন হজরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি (রহঃ)র ''মকতুবাতে ইমাম রব্বানী জিঃ—২, পৃঃ ১৪ ১৫ মকতুব ৪।"

(খ) হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)র ''তফহিমাতে ইলাহিয়্যা।"

গ) এবং হুজাজুল কেরামাহ ১৩৮ পৃঃ।

ঐ সব গ্রন্থে পাবেন হজরত আহমদ সরহিন্দি (রহঃ) হজরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এবং হজরত জালাল উদ্দীন সয়ুতি (রহঃ)র দাবী।

তারপর আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদ (আঃ) এর দাবী তো এত জোরালো যে, সারাটা দুনিয়া এখন এই দাবীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মেতে উঠেছে। এমতাবস্থায় আপনী কেমন করে লিখলেন যে, "আখেরী নবীর পর একমাত্র হজরত মাওলানা আবদুছ ছামাদ সাহেবই নিজকে জামানার মোজাদ্দেদ বলে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছেন।"

তারপর আপনার পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় (১৩ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন।

"জনাব আহসানুল্লাহ শিকদার সাহেবের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ তিনি মেহেরবানী করে আমার প্রণীত মোজাদ্দেদ মিশন গ্রন্থাবলী পাঠ করে কেন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেবকে বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করবেন না তার সঠিক কারণ মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করবেন বলে আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছি"

জনাব আজমবী সাহেব! আপনার কেন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেবকে বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করবেন না।" প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো:—আহসান উল্লাহ শকদার অর্থাৎ আমি খুবই শক্ত প্রকৃতির লোক আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার স্বপক্ষে আসমানী নিদর্শন সমূহ দেখা সত্বেও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে সময় লেগেছিল কয়েক বছর। তাও আবার আসমানী ডাণ্ডা খাবার পর। আবার নতুন মোজাদ্দেদের বশ্যতা স্বীকার? "হনুজ দেহলী দূরাস্ত। এখন ও দিল্লি বহুদূর। এই তো সবে মাত্র মোজাদ্দেদ যাচাই আরম্ভ করেছি এবং আপনার মোজাদ্দেদের একটি পত্রও পেয়েছি। আপনার মোজাদ্দেদের সাহেব যে দু'চারিটি বাক্যের উপর নির্ভর করে দাবী করেছেন, এটাই যদি মোজাদ্দেদের সংজ্ঞা হয় তবে তো আর বাইরের মোজাদ্দেদের প্রয়োজন হবে না। কারণ, আল্লাহর ফজলে আহমদীয়া জামাতে জামাতের ইমাম ছাড়াও বহুলোকের প্রতি এলহাম হয়ে থাকে।

আপনার মোজাদ্দেদ সাহেব যদি আমাদের যাচাইতে টিকে যান তবে আবার যাচাই হবে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সাথে ঐ যাচাইটি এরূপ যে জন্যে আজ থেকে ৪১ বৎসর পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ (ভারত) এর জনৈক আহমদী শেঠ আবদুল্লাহ আলাদীন সাহেব মং ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আপনার মোজাদ্দেদ মিশন গ্রন্থাবলীতে আকর্ষণীয় কোন কিছু পাইনি।

কি নমনীয় উত্তর

হজরত আলী (রাঃ)র খেলাফৎকালে তদীয় সাহেবজাদা মোহাম্মদ হানিফা (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইত। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, আপনার পিতা মৃত্যুরমুখে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল আপনাকেই পাঠাইয়া থাকেন। আপনার ভ্রাতৃদ্বয় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত হোসেন (রাঃ) কে পাঠান না। হজরত হানিফা (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, হাসান হোসেন (রাঃ) আমার পিতার নয়ন যুগল অর্থাৎ চক্ষু। আর আমি আমার পিতার বাহু। বাহু এবং চক্ষের কাজ এক নয়। বরং পৃথক পৃথক কত সুন্দর উত্তর।

"আলফোরকান জুলাই ১৯৬০ ইং।"

এই সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি?

চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন:—"নিশ্চয় নিশ্চয় আমার ওম্মতের উপর এম এক সময় আসিবে যখন তাহারা বনি ঈসরাইলের (ইহুদী জাতির) পদানুসরণ করিবে। অর্থাৎ ইহুদী স্বভাবাপন্ন হইয়া যাইবে।" "মেশকাত।"

নিম্নলিখিত রায়গুলি পাঠ করিয়া দেখুন ঐ সময় আসিয়াছে কিনা।

১) "ইহুদীগণের নাফরমানীর কোন অন্ত ছিল না!— — —ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে' বর্ত্তমান যুগের মুসলমানগণ নাফরমানীর দিক দিয়া ইহুদীগণকে ও ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে।' আখবার মাশরিক জুন, ১৯১৯ ইং।"

২) "ইহুদীগণ তৌরীতে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়াছে...——... বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত আলেমগণের ও হুবহু এই অবস্থা হাশিয়া কোরআন মজীদ মোতারজম শাহ রফিউদ্দীন আহমদ, ১৮ পৃঃ।"

৩) "ফতহুল বয়ানে লিখিত আছে ইহুদীগণ বলিত যে, আমাদের পিতা পিতামহগণ পয়গম্বর ছিলেন। তাঁহারা আমাদের মোচন করাইবেন।.........বর্ত্তমানে জাহেল মুরীদগণও তাহাদের পীর মুরশীদ সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে।" "মওযুহুল কোরআন ৮৫ পৃঃ।"

৪) "বনি ঈসরাইলগণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, ফন্দীবাজী বা প্রতারণা তাহাদের শিরা উপশিরায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ফকিহ (ইসলামী আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের) শুভ চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে জানা যায় যে খোদাতালার এই বান্দাগণ ইহাকে যাথারীতি কৌশল বা সায়েন্স এ পরিণত করিয়াছে।" "তফসির সুরা ফাতেহা মহীউদ্দীন আহমদ বি, এ, ২৬৬পৃঃ।

৫) "তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ইহুদীদের যে অবস্থা ছিল দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান যুগের মুসলমানগণেরও ঐ অবস্থা। সাধারণ লোকের কথা কি বলিব। জাতির পথ প্রদর্শকগণও ফেকাহ এবং শাখা প্রশাখার ঝগড়ায় মত্ত। ইহুদীগণের যে অবস্থা ছিল মুসলমানগণেরও ঐ অবস্থা।" তফসিরুল কোরআন জিঃ—১, পৃঃ ১১৪।

৬) আজ মুসলমানী দরগোর মুসলমানী দর কিতাব মুসলমানগণ কবরে সমাহিত আর মুসলমানী কিতাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া যে প্রবাদ রহিয়াছে, উহা আমাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে ইসলামী লিটারেচার অধ্যয়ন না করার দরুণ আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ ইহুদীগণের ন্যায় হইতেছে।" "উকিল, ১৬ এপ্রিল ১৯২১ ইং।"

ক্রমশঃ।

বেপর্দ্দেগী ও সহশিক্ষার তাজাফল

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ চাঁদপুর কলেজের উক্ত ছাত্রী এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে অভিযুক্ত অধ্যাপক ধর্মান্তরিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া ফুসলাইয়া গত মার্চ্চ মাসে ধর্ষণ করে। ফলে তিনি গর্ভবতী হন।

গত ২০শে জুন তারিখে অভিযোগ কারিণী জানিতে পারেন যে অধ্যাপকের অন্যত্র বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অভিযোগকারিণী চাঁদপুর হইতে গত ২৫শে জুন তারিখে সোনাইমুড়ী ষ্টেশনে নামিয়া উক্ত অধ্যাপকের পল্লীভবনে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন এবং অতঃপর এই ব্যাপারে তথায় তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

বেগমগঞ্জের পুলিশ একটি প্রাথমিক বার্ত্তা পাইয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং উক্ত অধ্যাপককে গ্রেফতার করে। অতঃপর মামলার সূত্রপাত হয়।

পত্র

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

নেকী এবং পর্দ্দা নিষ্ঠার প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে দীনদারীকে উন্নত করে। জামাতের বন্ধুগণ যদি এই উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য চেষ্টা করেন তবে একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু তো যে কোন অবস্থাতেই মনঃদুখের কারণ কিন্তু জামাতের কদম খোদাতালার ফজলে উন্নতির দিকে উঠিতে থাকিবে এবং জামাত দীনদারীতে উন্নতি করিবেন; আমাদের উদ্দেশ্য ও ইহাই"

ওয়াচ্ছালাম।

স্বাঃ—প্রাইভেট সেক্রেটারী

পালন করুন পালন করুন

প্রত্যেক জামাতে

তাহরিক জদীদ সপ্তাহ পালন করুন

তাহরিক জদীদ সপ্তাহের প্রোগ্রাম

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) বলেন—

"আল্লাহতালা আমার মনে এই খেয়াল সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত আল্লাহতালা আমাদিকে কৃতকার্য্য না করেন সে পর্য্যন্ত তাহরিক জদীদ সম্পর্কীয় আমার বর্ণিত বিষয় গুলি প্রত্যেক ছয় মাসে একবার জামাতের সামনে দোহরাইতে হইবে।"

১) জামাতের মজলিশ আমেলায় মিটিং ডাকিয়া এই সপ্তাহকে কামিয়ার সপ্তাহে পরিণত করার বিষয় চিন্তা করা। ফয়সালা প্রাপ্ত বিষয়গুলি লিষ্টি করিয়া কর্ম্মঠ কর্মকর্ত্তা-দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া।

২) সর্ব্ব প্রথম জামাতের একটি সম্মিলিত জলসা করিবে। অতঃপর মজলিশ আনছার উল্লাহ মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনার জলসা পৃথক পৃথক করিবে।

৩) এই সমস্ত জলসায় তাহরিক জদীদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যকরী করার পন্থা সমূহ যেরূপ সরল জীবন যাপন আর্থিক কোরবানী প্রভৃতির উপর আলোকপাত করিবে। হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর তাহরিক জদীদ সম্পর্কীয় বাণী সমূহ শুনাইবে (সরল জীবন সম্পর্কীয়) একটি পুস্তিকা ওকালতে মাল তাহরিক জদীদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। চার আনার ডাক টিকেট পাঠাইয়া ঐ পুস্তিকা আনাইয়া নিতে পারেন।

৪) জামাতের বন্ধুগণকে তাঁহাদের ওয়াদাকৃত চাঁদা স্মরণ করাইতে হইবে এবং উক্ত চাঁদা আদায়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫) জামাতের ক্রমবর্দ্ধমান কাজও সীমাবদ্ধ আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যোগাতার অনুপাতে কম ওয়াদাকারীগণের মনোযোগ ওয়াদা বৃদ্ধির দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

৬) জামাতের প্রত্যেক শিশু যুবক বৃদ্ধ ও মহিলাদের নিকট হইতে ওয়াদা লইতে হইবে।

৭) এই সপ্তাহের মধ্যে হাল সনের ও বকায়া চাঁদা অর্থাৎ সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৮) বিশ্বময় ইসলাম প্রচার এবং হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিতে হইবে।

৯) সর্ব্বশেষ দশ সপ্তাহ ব্যাপি কি কাজ হইল উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০) সমস্ত কার্য্য বিবরণী ও ফলাফলের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গেই ওকালতে মাল তাহরিক জদীদে পাঠাইতে হইবে।

স্বাঃ—উকিলুল মাল, তাহরিক জদীদ
রাবওয়াহ।

বেপর্দ্দেগী ও সহশিক্ষার তাজা ফল

ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যা চেষ্টার মামলা

ইত্তেফাক, ১৩ই অক্টোবর ১৯৬১ ইং হইতে উদ্ধৃত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ফেণী ৯ই অক্টোবর—বেগমগঞ্জ থানার পুলিশ সোনাইমুড়ীর নিকটস্থ কৌশল্যারবাগ গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক অধ্যা-পকের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৪ ধর্ষণ ৩০৭ (হত্যার চেষ্টা) ও ৩৯৪ ধারা অনুযায়ী চার্জশিট দাখিল করিয়াছে। একই মামলায় ঐ গ্রামের আরও ৪ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে চাঁদপুর কলেজের জনৈকা ছাত্রীর অভিযোগ অনুযায়ী উক্ত অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গিয়াছে যে অধ্যাপককে চারি হাজার টাকার টাউন জামিন মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রুহানা ইমামের অমৃতময় উপদেশ

"আহমদী"র পাঠক অবগত আছেন যে বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১ ইং তারিখে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জামাতা হজরত নওয়াব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেব ওফাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্তে নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমন আহমদীয়ার পক্ষ হইতে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর খেদমতে যে হামর্দ্দার তারবার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল ঐ তারবার্ত্তার যে উত্তর আসিয়াছে সেই উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। পত্রটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হইল, তন্মধ্যস্থিত উপদেশগুলির প্রতি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সঃ আঃ।

পত্র

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)
এয় প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিস।
রাবওয়াহ।
২৮-৯-৬১ ইং

মোকাররমী আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমন আহমদীয়া,
নারায়ণগঞ্জ।

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার প্রেরীত হজরত নওয়াব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেবের ওফাতে হামর্দ্দা পূর্ণ তারবার্ত্তা হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর খেদমতে পৌঁছিয়াছে।

সাইয়্যেদানা হজরত আকদাস ফরমাইয়াছেন

"প্রিয় মিঞা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেবের ওফাতে আপনার হামর্দ্দা পূর্ণ তার বার্ত্তা পাইয়াছি মিঞা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেব আমাদের ভগ্নিপতি এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জামাতা ছিলেন। তিনি নেববক্ত ও শরীক ছিলেন। আপনার হামর্দ্দার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যে ভাবেই হউক মানব জীবন সীমাবদ্ধ। যে ব্যক্তি পয়দা হয় সে একদিন মৃত্যু ও বরণ করে। দুনিয়াতে মানুষের আসল কাজ হইল এই যে মানুষ নিজ নিজ "মাহৌলে" অর্থাৎ নিজ স্ত্রী পরিজনের নিজ বন্ধুদের এবং আপন প্রতিবেশীদের মধ্যে

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.